ইউনিট ৩ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

ভূমিকা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা পুরণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম।

এই শিক্ষাক্রমের প্রারম্ভিক কাজ হিসেবে জাতীয় দর্শন ও শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য পর্যালোচনার পর প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি পুনর্নির্ধারণ এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সকল যোগ্যতা (জ্ঞান ,দক্ষতা ,দৃষ্টিভঙ্গি)অর্জন করবে বলে আশা করা হয়েছে সেগুলো চিহ্নিতকরণের পর এর নাম দেওয়া হয়েছে "প্রান্তিক যোগ্যতা"। এ প্রান্তিক যোগ্যতাকে ভিত্তি করে কোন বিষয়ে এবং শ্রেণীতে এই প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু অর্জিত হবে ক্রমানুযায়ী তা বিন্যস্ত করে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের জন্য আবশ্যকীয় শিখনক্রম রচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নকে এর একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ওপরে বর্ণিত নবতর দিকগুলোকে আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান ইউনিটটিকে পাঁচটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে । এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৩.১: যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা, প্রকৃতি ও পরিসর এবং বৈশিষ্ট্য

পাঠ- ৩.২: যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত পদসমুহ এবং আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন কৌশল

পাঠ- ৩.৩: বিষয়ভিত্তিক আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়নের সুবিধা ও শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠ- ৩.৪: পুরোপুরি শিখন, শিখন ঘাটতি সনাক্তকরণ ও দূরীকরণের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা।

পাঠ- ৩.৫: যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পটভূমিতে মূল্যায়ন।

পাঠ ৩.১

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা, প্রকৃতি ও পরিসর এবং বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করতে পারবেন।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য ও এর সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

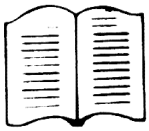

ধারণা

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে শিক্ষাক্রম কাকে বলে তা জানা প্রয়োজন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জে.এফ.কার প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা যায় যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে যে সকল কর্মকান্ডের পরিকল্পনা করে তা হল শিক্ষাক্রম। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে যাবতীয় পরিকল্পিত কর্মকান্ডই শিক্ষাক্রমের আওতায় পড়ে। ওপরের সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় শিক্ষাক্রম হল কতকগুলো পরিকল্পিত কর্মকান্ড। এ কর্মকান্ডগুলোর মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তন হয় এবং তারা বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে। শিক্ষার্থীদের এ জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী এবং দক্ষতাকে বলা হয় যোগ্যতা।

শিক্ষার্থীগণ একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যেমন- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে পাঁচ বছরে যে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে এবং তাদের যে ধরনের আচরণিক পরিবর্তন ঘটবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয় তাকে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলে।

ধরা যাক প্রথম শ্রেণী শেষে বাংলা বিষয়ে 'আম আন' এই বাক্যটি শিক্ষক শিশুদের সামনে উপস্থাপন করছেন। তাহলে দেখতে হবে এর মাধ্যমে শিক্ষক শিশুকে দিয়ে কি কি যোগ্যতা অর্জন করাতে চান্? মোটামোটিভাবে বলা যায় শিশুরা এই বাক্যটির মাধ্যমে নিম্নলিখিত যোগ্যতা অর্জন করবে:

যোগ্যতা

পড়া ॥ বাক্যটি পড়তে পারবে।
- ক. বাক্যের অন্তর্গত শব্দ দুটি (আম,আন) সনাক্ত করতে ও পড়তে পারবে।
- খ. বাক্যের অন্তর্গত বর্ণ তিনটি (আ,ম,ন) চিনতে ও পড়তে পারবে।

লেখা ॥ বাক্যটি লিখতে পারবে।
- ক. বাক্যের অর্ন্তগত শব্দ দুটি লিখতে পারবে।
- খ. বাক্যের অর্ন্তগত বর্ণ তিনটি লিখতে পারবে।

পূর্বে আমাদের দেশে- পৃথিবীর অনেক দেশের মতই বিষয়বস্তুভিত্তিক শিক্ষক্রম প্রচলিত ছিল। বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়ানো হয়, সে সব বিষয়ে কি কি বিষয়বস্তু থাকবে তা উল্লেখ করে এ

ধরনের শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়। এ ধরনের শিক্ষাক্রমে মূলত জ্ঞান প্রাধান্য পায়। তথ্য ও তত্ত্বমূলক জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সময়ে সমাদর লাভ করত। যে যত বেশি তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ ও মনে রাখতে পারত তাকে তত বড় পন্ডিত বলে সম্মান দেখান হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব ও তথ্য ব্যবহার তাঁরা করতে শিখত না। প্রশ্ন উঠল শিক্ষার্থী যদি তত্ত্ব ও তথ্য ব্যবহার করতে না শিখে তবে তার কোন গুরুত্ব থাকে কিনা। এ চিন্তার ফলে শিক্ষার সংজ্ঞার পরিবর্তন হল। জ্ঞান লাভ, তা ধরে রাখা এবং ব্যবহার করাই হল প্রকৃত শিক্ষা।

শিক্ষার সংজ্ঞার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্রমের ধারা পরিবর্তন হয়। শিক্ষার্থী কি শিখবে তা ঠিক করার আগে কেন শেখবে সে প্রশ্ন প্রাধান্য পায়। এ "কেন'-র উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রতিটি শিখন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়। ফলে উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়।

শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কি যোগ্যতা অর্জন করবে তা সুনির্দিষ্ট না থাকায় শিক্ষক ঠিকভাবে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করতে সমর্থ হন না। এ ছাড়া বর্তমানে শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ে পুরোপুরি শিখনে সহায়তা করা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শহর ও পল্লী এলাকার বিদ্যালয়ে একই ধরনের ভৌত সুবিধাদি, একই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং একই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হচ্ছে। এতদসত্বেও শহর এবং পল্লী এলাকার শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পার্থক্যের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এহেন অবস্থা কোন দেশ বা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

প্রকৃতি

১. শিক্ষার্থী কোন শ্রেণীতে কোন বিষয়ে কি কি যোগ্যতা (জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী) অর্জন করবে তা সুনির্দিষ্টকরণ।

২. শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য ও মানসিক পরিণমন এবং তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে যোগ্যতা নির্বাচনের ক্ষেত্র সুনিদিষ্টকরণ।

৩. শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা তাৎক্ষণিক প্রয়োগ করানোর মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে তাকে আত্মপ্রত্যয়ীকরণ।

৪. শহর ও পল্লী অঞ্চলের সকল বিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে কতটুকু শেখাতে হবে এবং কি যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে সেগুলোর সঙ্গে শিক্ষকগণের পরিচিতিকরণ।

৫. জীবনের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা , মুখস্থ করে সনদপত্র অর্জনের জন্য শিক্ষা নয় তা সামনে রেখেই শিক্ষার সমস্ত কর্মকান্ডের আয়োজন।

৬. পুরোপুরি শিখন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য পরিহারপূর্বক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।

পরিসর

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যেই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পরিসর নিহিত। তবুও অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে সেগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগমন উপযোগী সকল স্বাভাবিক শিশুর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

২. বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাশেষ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রেখে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিতকরণ।

৩. অসুবিধাগ্রস্ত পরিবার থেকে আগত শিশুর পূর্বপ্রস্তুতিমূলক শিক্ষাদান করে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি স্থিতিশীলকরণ।

৪. বিশেষ করে মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের বাধাবিপত্তি (যেমন: লিঙ্গ তারতম্য) দূরীকরণ এবং খাদ্যের বদলে শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিতকরণ।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা রয়েছে।। এগুলো নিচে উল্লেখ করা হল:

১. এ ধরনের শিক্ষাক্রমে এক নির্দিষ্ট মেয়াদকালে শিক্ষার্থীগণ কি কি যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়। এতে যোগ্যতার পরিমাণ ও পরিসর সুচিহ্নিত থাকে এবং এতে শিক্ষক প্রতিটি যোগ্যতার পরিসর অনুসারে পাঠদান করতে পারেন।

২. যোগ্যতাসমুহ নির্ধারণ বা নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীর বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতার ওপর দৃষ্টি রাখা যায়।

৩. নির্ধারিত যোগ্যতাসমুহের কাঠিণ্য অনুসারে শ্রেণীভিত্তিক বিন্যাস করা যায়। সহজ যোগ্যতা থেকে ধীরে ধীরে কঠিন যোগ্যতা শিখনক্রমে স্থান পায়।

৪. যোগ্যতাসমূহ নির্বাচনের সময় জ্ঞান , দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা এ তিন প্রকার যোগ্যতার যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটানো সম্ভব। এতে শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একমুখি নির্বাচন এড়ানো যায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের অভ্যাস গড়ে তোলা যায় এবং তার শিখন সর্ম্পূণতা লাভ করে।

৫. বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি নির্ধারণকরা যায়। যোগ্যতার প্রকৃতির ওপর শিখন-শেখানো কার্যাবলি নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার সংমিশ্রণ ঘটানো হয় বলে ভিন্ন ভিন্ন শিখন- শেখানো কার্যাবলি অবলম্বন করা যায়। তাতে শিখন কার্যাবলিতে বৈচিত্র ঘটেএবং শিখন শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হয়।

৬. শিক্ষার্থীর শিখন-অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে এর প্রকৃতি অনুসারে উপযুক্ত অভীক্ষা (প্রশ্নমালা) ও কৌশল প্রয়োগ করা যায়। কা ক্ষত যোগ্যতাঅর্জনে শিক্ষার্থীর প্রকৃত অগ্রগতি যাচাই করা যায় এবং দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। যোগ্যতা বলতে নিচের কোনটিকে বুঝানো হয়েছে?
ক. জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন
খ. দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন
গ. জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন
ঘ. ওপরের সব কটিই।

২. যোগ্যতা নির্বাচনে কোনটি বিবেচনা করা হয়েছে?
ক. বয়স, সামর্থ্য , মানসিক পরিণমন , বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা
খ. বয়স , সামর্থ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়
গ. বয়স ,সামর্থ্য ও বর্তমান চাহিদা
ঘ. মানসিক পরিণমন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা।

৩. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনের কোনটির ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে?
ক. পুরোপুরি শিখন
খ. কেবল দক্ষতা অর্জন
গ. কেবল দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন
ঘ. বিদ্যালয়ে উপস্থিতি।

৪. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ
খ. চিহ্নিত শিখন দুর্বলতা দূরীকরণের ব্যবস্থাকরণ
গ. শিখন দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও তদনুযায়ী দূর্বলতা দূরীকরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ
ঘ. চিহ্নিত দুর্বলতা অনুযায়ী তা দূরীকরণের নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. যোগ্যতা বলতে কি বুঝেন?
২. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম কি?
৩. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পরিসর কি?
৪. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩.২

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত পদসমূহ এবং আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত পদসমুহের ধারণা ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করে বিবৃত করতে পারবেন।
- আবশ্যকীয় শিখন প্রণয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পদসমুহ

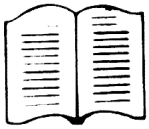

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি নবতর ধারণা। এ ছাড়া এটি এতদ্বাঞ্চলে শিক্ষাক্রম রচনায় তাৎপর্যবহ অভিনব পদ্ধতি। সে কারণে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ব্যবহৃত কতকগুলো পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো আক্ষরিক বা সাধারণ অর্থের চেয়েও বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠক ও ব্যবহারকারীর ধারণাগত দিক স্বচ্ছকরণের উদ্দেশ্যে এ পদসমুহের ধারণা উপমাসহ নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হল:

যোগ্যতা

পাঠের মাধ্যমে শিশুর পক্ষে যে জ্ঞান, দক্ষতা , দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ অর্জন করা সম্ভব হবে তাকে বলে যোগ্যতা। একে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাও বলা যায়। যেমন- আম আন।

যোগ্যতা

পড়া ॥ বাক্যটি পড়তে পারবে।
- ক. বাক্যের অন্তর্গত শব্দটি (আম , আন) সনাক্ত করতে ও পড়তে পারবে।
- খ. বাক্যের অন্তর্গত বর্ণ তিনটি (আ, ম, ন) চিনতে ও পড়তে পারবে।

লেখা ॥ বাক্যটি লিখতে পারবে।
- ক. বাক্যের অন্তর্গত শব্দ দুটি লিখতে পারবে।
- খ. বাক্যের অন্তর্গত বর্ণ তিনটি লিখতে পারবে।

প্রান্তিক যোগ্যতা

প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর ধরা হলে এই স্তরের শেষে সকল শিশুর পক্ষে যে সব যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব তাকে প্রান্তিক যোগ্যতা বলা যায়। যেসব শিশু প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারিত শিক্ষাক্রম সার্থকভাবে সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে তারাই সে সকল যোগ্যতা অর্জন করবে। মোদ্দা কথায় তাই প্রান্তিক যোগ্যতা। সাধারণত: যে কোন যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হবে প্রথম শ্রেণী থেকে এবং তা চলতে থাকবে পঞ্চম শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত। তাহলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টি হবে প্রান্তিক যোগ্যতা।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে যে ধারণা জন্মেছে তা নিম্নরূপে বলা যায়। পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশু যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোকে বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা। এনসিটিবির বিশেষজ্ঞসহ দেশের

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য সর্বমোট ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে থেকে ৪টি বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা উদাহরণ হিসেবে এখানে দেওয়া হয়েছে। যেমন-

বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা

(১) সহজ বাংলা ভাষায় ছাপা ও হাতে লেখা বিষয়বস্তু শুদ্ধভাবে পড়তে পারা এবং পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় লিখিত বিষয়বস্তু পড়ে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হওয়া।

গণিত বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা

(২) সংখ্যার মৌলিক ধারণা লাভ করা এবং সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা

(৩) সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানা, এর গুরুত্ব বুঝা এবং এরূপ খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করা।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা।

(৪) পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা এবং গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করা।

শিখনক্রম

প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পঞ্চম শেণীতে সমাপ্ত হয় বিধায় যে কোন প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু (কি পরিমাণ) প্রতি শ্রেণীতে অর্জিত হতে পারে তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এরূপ যে কোন একটি প্রান্তিক যোগ্যতাকে প্রথম শ্রেণী থেকে ধারাবাহিকভাবে ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ায় টেনে নিয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছানোকে শিখনক্রম (লার্নিং কন্টিনিউয়াম) বলা চলে। অর্থাৎ যে কোন একটি যোগ্যতার মাত্রা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শেষে কি দাঁড়াতে পারে তা নির্ধারণ করা হয় এবং যোগ্যতার এ ধারাবাহিকতাই শিখনক্রম।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

শিখনক্রম প্রণয়নকালে আশা করা হয়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুই নির্ধারিত শিখনক্রমগুলোর মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে যোগ্যতাগুলো অবশ্যই অর্জন করবে। এ জন্য এ শিখনক্রমগুলোকে আবশ্যকীয় শিখনক্রম (Essential Learning Continuum বা সংক্ষেপে ELC) বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের ১১টি বিষয়ের এরূপ শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। নিচে বাংলা বিষয়ের একটি শিখনক্রম উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল।

প্রান্তিক যোগ্যতা	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	৫ম শ্রেণী
শুদ্ধভাবে লিখতে পারা	পাঠ্যপুস্তকের শব্দ ও বাক্যে শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	পাঠ্যপুস্তকের শব্দ ও বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখতে পারবে।	পাঠ্যপুস্তকের শব্দ ও বাক্যে শুদ্ধভাবে ও স্পষ্টাক্ষরে লিখতে পারবে।	পরিচিত বস্তু, প্রাণী ও ঘটনা সম্পর্কে সহজ বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	সহজ বিষয়ের ওপর রচনা লিখতে পারবে।

পুরোপুরি শিখন

শিক্ষার্থী কোন একটি নির্ধারিত যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত সমুদয় ধারণা যেমন জানা, বুঝা, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করতে পারা এবং ঠিকমত করা হল কিনা তা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হওয়ার নাম মোটামুটিভাবে পুরোপুরি শিখন। যেমন- এক থেকে শূন্যসহ নয় পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীকগুলো ধারাবাহিকভাবে বলতে পারা, এর যে কোনটি শনাক্ত করতে পারা এবং এর পরিমাণগত দিক নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারা, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারাকে এ সংখ্যা প্রতীকগুলো চেনার পুরোপুরি শিখন বলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। নিচের কোনটিতে যোগ্যতার সবগুলো ধারণা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
ক. জ্ঞান, দক্ষতা দ্রুত পঠন
খ. দক্ষতা, মূল্যবোধ ও সমস্যা সমাধান
গ. জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দ্রুত পঠন
ঘ. জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি।

২। নিচের পাঠের মাধ্যমে শিশুর পক্ষে যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করা সম্ভব তাকে বলে-
ক. যোগ্যতা
খ. প্রান্তিক যোগ্যতা
গ. শিখনক্রম
ঘ. আবশ্যকীয় শিখন।

৩। প্রাথমিক স্তরের ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা কয়টি বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে?
ক. ১৭টি
খ. ১৫টি
গ. ১৩টি
ঘ. ১১টি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। যোগ্যতা বলতে কি বুঝেন?
২। প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যাখ্যা করুন।
৩। শিখনক্রম ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের মধ্যে পার্থক্য কি?
৪। পুরোপুরি শিখনের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

পাঠ ৩.৩

বিষয়ভিত্তিক আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়নের সুবিধা ও শিখন-শেখানো কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়নের সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবশ্যকীয় শিখনক্রমভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

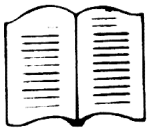

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮১-৮৫) পরিকল্পনা আমলে সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার একটি পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৪টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লাস্টার ট্রেনিং প্রবর্তন, প্রাথমিক শিক্ষায় তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এলাকাবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্প,প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়নি। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার এহেন অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৬ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের প্রত্যাশায় ভিনদেশী ও স্বদেশী বিশেষজ্ঞের সহায়তায় যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম প্রণয়নে যে কলাকৌশল অনুসৃত হয় তার প্রধান প্রধান দিকগুলো নিচে উপস্থাপন করা হল:

- জাতীয় দর্শনসমূহ পর্যালোচনা।
- জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য পর্যালোচনা ও পুনর্লিখনের জন্য দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শ্রেণী-শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজ সংস্কারক ইত্যাদি কর্মকর্তার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- প্রাথমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষার উদ্দেশ্য পর্যালোচনা এবং বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রাথমিক স্তরের জন্য ১৯টি লক্ষ্য নিধারণ করা হয়।
- এ পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরের ১৯টি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মোট ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা উদ্ভাবন করা হয়।
- অত:পর প্রাথমিক স্তরের ৫৩টি যোগ্যতাকে ১১টি বিষয়ে বিভাজন করা হয়। এতে দেখা যায় যে সকল বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতার ভারসাম্য তথা চাহিদা পূরণ হয়নি। এ উদ্দেশ্য এসব বিষয়ের জন্য আরও কিছু প্রান্তিক যোগ্যতা সংযোজন করা হয়। ফলে দেখা যায় যে মূল ৩টি প্রান্তিক যোগ্যতার চেয়ে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার সংখ্যা বেশি।
- অত:পর প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতে, শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখবে তা বিষয়ভিত্তিক শিখনক্রম নামকরণে প্রণয়ন করা হয়।
- তারপর লেখক নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। সম্পাদক এবং বর্ণিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে লেখক/সম্পাদকবৃন্দকে পরিচিতি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- পাঠ্যপুস্তকে পাণ্ডুলিপি রচনা, যুক্তিসিদ্ধ মূল্যায়ন এবং নির্বাচিত ১০টি বিদ্যালয়ে এগুলোর উপযোগিতা যাচাই করা হয়। যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করা এবং দেশব্যাপী ব্যবহারের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত কপি মুদ্রণ করা হয়। উপরিবর্ণিত ১-৮ পর্যন্ত সকল দিক নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত করা হয়।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কৌশল

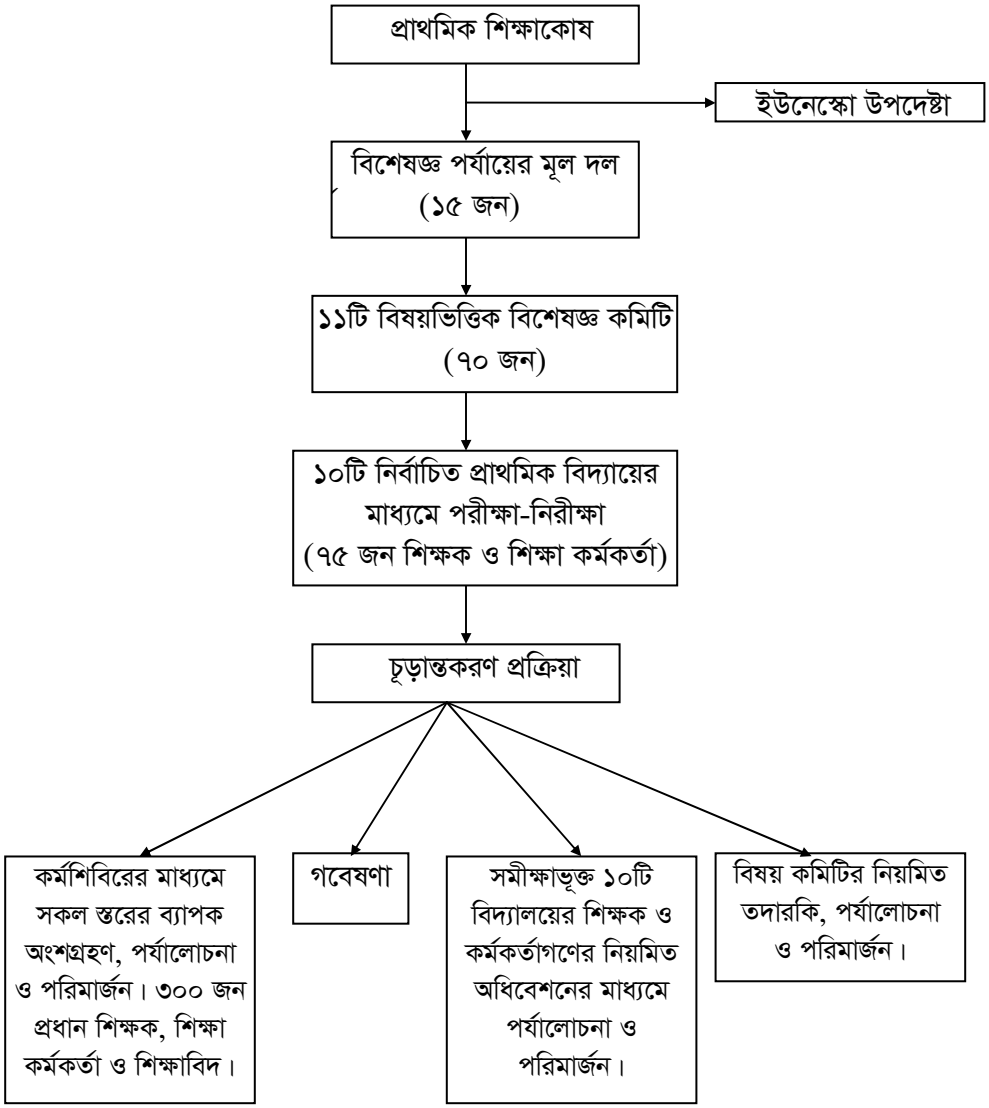

আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়নের সুবিধা

- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় অসুবিধাগ্রস্ত পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি দূরীকরণের জন্য শিক্ষাক্রমে সুযোগ রাখা হয়েছে।
- পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হত কিন্তু বর্তমানে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সামগ্রিক ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- পাঠে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে বারবার অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এলাকাবাসীকে এমনভাবে সচেতন করা হয়েছে যাতে তাঁদের পোষ্যদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন।
- শ্রেণীতে অপরিকল্পিত পাঠদানের কুফল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্য এবং নিয়মিত পাঠদানের অভ্যাস শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- শিক্ষকের কার্যভার লাঘবে এবং তথা যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন একটি চিন্তা প্রসূত টেকনিক্যাল কাজ। এ থেকে প্রাথমিকভাবে রেহায় দেওয়ার লক্ষ্যে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপুস্তিকা প্রণয়ন ও সরবরাহ করা হয়েছে।
- যে সকল বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা নেই সে সকল বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা (যেমন পরিবেশ পরিচিতি-সমন্বিত) এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আবশ্যকীয় শিখনক্রমভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি: বাস্তব, অর্ধবাস্তব এবং বিমূর্ত এ তিনটি অনুসরণে পাঠ আয়োজনের লক্ষ্যে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দান।
- প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর শিখনের গতি ধীর হয় এ কথা মনে রেখে যেন পাঠদানের আয়োজন করা হয় সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণকাল অবহিত করা হয়েছে।
- পাঠে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে। (আবশ্যকীয় শিখনক্রম ভিত্তিক শিখন- শেখানো কার্যক্রম গ্রন্থের সহায়তা নেয়া যায়)।
- পাঠের একঘেয়েমী দূরীকরণ ও উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পাঠে মাঝে মাঝে শ্রেণীকক্ষের বাইরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে পাঠদান করা যায় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নিকট পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদর্শনী পাঠদান।
- খেলার ছলে ও গল্প বলার মাধ্যমে পাঠদান করা। এ ছাড়া আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ পাঠদানের অভিজ্ঞতায় অনেক সমৃদ্ধ। তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েও শ্রেণীপাঠকে অধিকতর কার্যকর করতে পারেন।

পাঠদানে শিক্ষার্থীদেরকে কেবল জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন,বিদ্যালয়ে আঙিনা পরিস্কারকরণ, এলাকায় বৃক্ষরোপণ এবং রোপিত বৃক্ষের যত্ন গ্রহণ, অন্ধ ও দুঃস্থকে রাস্তা পারাপারে সহায়তা করা, বিদ্যালয়ের মাঠে ও রাস্তার গর্ত ভরাট এবং এর সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ার ধাপ কয়টি?
ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি।

২। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা কোন ধাপের পর নির্ধারণ করা হয়েছে?
ক. বিষয়ভিত্তিক আবশ্যকীয় শিখন প্রণয়ন শেষে
খ. জাতীয় দর্শন পর্যালোচনার শেষে
গ. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য পর্যালোচনা ও পুন:নির্ধারণ শেষে
ঘ. পাঠ্যপুস্তক রচনা শেষে।

৩। প্রাথমিক স্তরে মোট বিষয়ের সংখ্যা কয়টি?
ক. ১৯টি
খ. ১৭টি
গ. ১৩টি
ঘ. ১১টি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। প্রাথমিক স্তরের ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের পর কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল?
২। ১০-বিদ্যালয় পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? ব্যাখ্যা করুন।
৩। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি কি?
৪। প্রশ্নপুস্তিকা প্রণয়ন ও সরবরাহ করার উদ্দেশ্য কি?
৫। পাঠের একঘেঁয়েমি দূরীকরণে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কি ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে?

পাঠ ৩.৪

পুরোপুরি শিখন, শিখন ঘাটতি সনাক্তকরণ ও দূরীকরণের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ❑ পুরোপুরি শিখনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ❑ শিখন ঘাটতির সনাক্তকরণ কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ❑ শিখন ঘাটতি দূরীকরণে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

পুরোপুরি শিখন

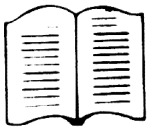

১৯৮৬ সালে প্রণীত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পুরোপুরি শিখন। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করার জন্য গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতি পরিহার করে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক এক বাএকাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা (যেমন পর্যবেক্ষন,শ্রেণীকরণ, প্রদর্শন, পরীক্ষণ, সমস্যা সমাধান এবং অনুসন্ধানের খেলাধ লা ও শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিখন)। পুরোপুরি শিখন সম্পর্কে এ ইউনিটের দ্বিতীয় পাঠে যদিও আলোচনা করা হয়েছে তথাপি এ বিষয়টি এখানে আলোচনা করা সঙ্গত মনে করে এর প্রধান দিকগুলো উপস্থাপন করা হল। পুরোপুরি শিখন বলতে কোন একটি যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এর সবগুলো সম্পর্কে নির্ভুলভাবে জানা ও সমস্যা সমাধানে যথার্থ প্রয়োগ করতে সমর্থ হওয়াকেই বুঝায়।

পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম রচনায়, শিখন সামগ্রী প্রণয়নে, শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগে সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সনাক্তকরণে পুরোপুরি যোগ্যতা অর্জন পরিমাপের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রয়োগ ইত্যাদি সব কয়টি দিকে সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ এর যে কোন ধাপে শৈথিল্য বা ঘাটতি থাকলে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। সে কারণে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অহেতুক বিষয়বস্তুর অবতারণা পরিহার করা হয়েছে।

শিখন ঘাটতি সনাক্তকরণ

শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যে হল শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনে তাকে সহায়তা করা এবং শ্রেণী পাঠ আয়োজনের মাধ্যমেই এর সিংহভাগ অর্জন নিশ্চিত করা। শ্রেণী পাঠ শিখন ঘাটতি সনাক্ত করার সর্বোত্তম ক্ষেত্র। প্রচলিত শিখন শেখানো কার্যাবলিতে কেবল শ্রেণী শিখনে পাঠদানের ওপরই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করতে হলে ক্লাস রুমের বাইরেও পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হয়। এভাবে বিদ্যালয়ে বহিরাঙ্গনের কার্যক্রমে অংশগ্রহন করিয়ে বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কারা পুরোপুরি শিখন অর্জন করেছে কারা অর্জন করতে পারেনি তা সনাক্ত করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। নিচে শিখন ঘাটতি সনাক্তকরণের প্রধান কৌশলগুলো উপস্থাপন করা হল:

- পাঠদানকালে পর্যবেক্ষণ করে
- শিক্ষার্থীকে সরাসরি প্রশ্ন করে
- দলগত কাজে অংশগ্রহণ করিয়ে

- কোন বিষয়ে বলতে দিয়ে
- সর্বোপরি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি সনাক্ত করা হয়।

পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি সনাক্ত করা হলে তা দিয়ে পরবর্তী সময়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিখন ঘাটতি পূরণ করার সময় পাওয়া যায় না। এজন্য শ্রেণী পাঠে এবং বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করিয়ে প্রশ্ন করে, বলতে দিয়ে, উত্তরের মান পরীক্ষা করে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী সনাক্ত করা যায়। এই সনাক্তকৃত শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি এক রকম বা একই বিষয়ে হয় না। এ সকল শিখন ঘাটতির কারণ হিসেবে বলা যায়- শ্রেণীতে কারও অনুপস্থিতি, পাঠে কারও অমনোযোগিতা, বিষয়ের কাঠিন্য, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ, দারিদ্র্য বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। উপরিউক্ত কৌশলও ধাপগুলোর মাধ্যমে শিখন ঘাটতি শনাক্ত করা যায়।

শিখন ঘাটতি দূরীকরণে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি শ্রেণীতে সাধারণত তিন ধরনের শিক্ষার্থী দেখা যায়। এরা হচ্ছে উচ্চ মেধা সম্পন্ন, মধ্যম মেধা ও ক্ষীণ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থী। কিন্তু পুরোপুরি শিখন কৌশল উপরিউক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা গেলে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শ্রেণীকরণের পার্থক্য কমে আসবে।

বর্তমানে আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকবৃন্দ কার্যকরভাবে ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন ঘাটতি দূরীকরণে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা করে থাকে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করা হল:

. শিক্ষক শ্রেণী পাঠ এমনভাবে আয়োজন করেন যাতে কোন শিক্ষার্থী পিছিয়ে না পড়ে।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে ছুটির পর অথবা সুবিধামত সময়ে তাকে শিখন ঘাটতি দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- শ্রেণীর অপারগ শিশুদের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি দূরীকরণের ব্যবস্থা করা। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার যাতে অপারগ শিশু শ্রেণীর অপরাপর শিক্ষার্থীদের ওপর অনাকাঙ্খিত প্রভাব বিস্তার না করে।
- অভিভাবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করে শিক্ষার প্রতি তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য তার সন্তানের প্রতি যত্ন নিতে অনুপ্রেরণা দান।
- এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করার জন্য কোনটি পরিহার করা হয়েছে?
ক. অহেতুক বিষয়বস্তু
খ. অসুবিধাগ্রস্ত পরিবার থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি
গ. শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দান
ঘ. ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

২। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করতে হলে কোন কোন দিকে নজর দিতে হবে?
ক. বিদ্যালয় গৃহ পাকা করা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা
খ. শ্রেণীকক্ষে, শ্রেণীকক্ষের বাইরে পর্যবেক্ষণ এবং বিদ্যালয় বহিরাঙ্গন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিয়ে
গ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে ও নতুন নতুন বই সরবরাহ করে
ঘ. বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে এলাকাবাসীদের সম্পৃক্ত করে ও খেলাধুলার আয়োজন করা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পুরোপুরি শিখনের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২। শিখন ঘাটতি সনাক্তকরণের তিনটি কৌশল বর্ণনা করুন।
৩। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতির ধরণ কিরূপ?
৪। নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সমাজকে কিভাবে সম্পৃক্ত করবেন তা উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩.৫ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পটভূমিতে মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভিত্তি, কৌশল ও ফলাফল সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

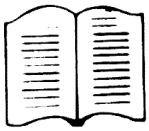

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে এমন কতকগুলো উদ্ভাবনীমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবেনা সেগুলোকে সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ উপযোগী করে তুলতে হবে। নিচে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রধান দিকগুলো বিবৃত করা হল।
- পূর্বে কেবল জ্ঞান পরিমাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হত। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ও পরিমাপের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে।
- জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের মাত্রাও পরিমাপ করতে হবে। এ পরিমাপের জন্য শিক্ষককে সংবেদনশীল কোন বিষয় বলতে দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করে, কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিমূলক দিকগুলো মূল্যায়ন করার দরকার হবে। প্রতিদিনের বিভিন্ন বিষয়ের ও পিরিয়ডের পাঠ শিক্ষার্থী পুরোপুরিভাবে শিখতে পেরেছে কিনা তা ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষককে নিশ্চিত হতে হবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রতিদিনের ফলাফল সংরক্ষণের জন্য ফলাফল খাতা উদ্ভাবন করা হয়েছে তাতে প্রতি বিষয়ের অগ্রগতির মাত্রা লিপিবদ্ধ করার দরকার হয়।
- এই মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- অসুবিধাগ্রস্ত পরিবার থেকে আগত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর পাঠে অগ্রগতির মাত্রা চিহ্নিত করে তা যথাযথ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা নিশ্চিত করা।

যোগ্যতার বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি সুকৌশল কাজ। এজন্য এ কাজগুলো শিক্ষক যেন যথার্থ সম্পাদন করতে পারেন সেজন্য আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তা প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন স্বেচ্ছায় এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য

প্রতিটি পাঠ চলাকালীন এবং পাঠের শেষে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করার প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলে। প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের অন্যতম অবিচ্ছেদ্যএকটি অঙ্গ হল ধারাবাহিক মূল্যায়ন। এ মূল্যায়ন প্রবর্তনের মাধ্যমে যেসব উদ্দেশ্য অর্জনের প্রত্যাশা করা হয়েছে সেগুলো হল:

- শিশুর পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কোন কোনটি অর্জন করতে পারেনি তা যাচাই করা।
- অর্জন করতে না পারার কারণ খুঁজে বের করা।
- যথাসময়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিশু যে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তা অর্জনে সহায়তা করা।
- পুনরায় মূল্যায়ন করে শিশুর যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা।
- শিশুকে পুরোপুরি যোগ্যতা অর্জন করতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভিত্তি

ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রধান ভিত্তি হল যোগ্যতা। এ যোগ্যতা বহুমাত্রিকতার মধ্য থেকে তিনটি মাত্রা যেমন জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। এই তিন মাত্রামূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা একটি শক্ত কাজ।শিক্ষকগন প্রাথমিকভাবে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন না। সেজন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপুস্তিকা প্রণয়ন করে তার ওপর শিক্ষকগণের প্রশিক্ষক দানের পর এগুলো প্রতিটি বিদ্যালয়েসরবরাহ করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে নিয়ে শিক্ষকগণ ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ পরিচালনা করবেন।

কৌশল ও ফলাফল সংরক্ষণ

ধারাবাহিক মূল্যায়নে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল নম্বর প্রদানের পরিবর্তে গ্রেডিং ব্যবস্থা প্রবর্তন। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমুহের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ক, খ, গ- এই তিন বর্ণ বিশিষ্ট তিন মাত্রার স্কেল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বিষয় ও রেকর্ড সংরক্ষণের সময়

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ফলাফল রেকর্ড সংরক্ষণের নিম্নরূপ নিয়ম চালু করা হয়েছে:

১. বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি ও ইংরেজি প্রতি মাসে একবার।

২. অন্যান্য বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে বছরে তিনবার মে, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এ নিয়ম অনুসারে মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড সংরক্ষণের মাত্রা বা স্কেল নিম্নরূপ–

ক = শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ে সবগুলো যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জন করলে অর্থাৎ অধিকাংশ সময় শুদ্ধ উত্তর দেয়।

খ= শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ে অধিকাংশ যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জন করলে অর্থাৎ অধিকাংশ সময় শুদ্ধ উত্তর দেয় কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল উত্তর করে।

গ= শিক্ষার্থী অধিকাংশ যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি অর্থাৎ কোন কোন সময় শুদ্ধ উত্তর দিলেও প্রায় সময় ভুল উত্তর দেয়।

তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দুটি সাময়িক ও একটি বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নবতর মূল্যায়ন কৌশলের একটি রূপরেখা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মূল্যায়নের প্রধান দিকগুলো নিচে উল্লেখ করা হল:

১. আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বছরে তিনটি সাময়িক মূল্যায়ন হবে। প্রতিটিমূল্যায়নই হবে চূড়ান্ত।

২. বছর শেষে প্রতি বিষয়ে তিনটি সাময়িক মূল্যায়নের প্রাপ্ত মান যোগ করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। ফলাফল গ্রেডেও প্রকাশ করা হবে।

৩. প্রচলিত প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায় ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়ে থাকে। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষার সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য নতুন পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর ও রচনামূলক প্রশ্নের জন্য ৭০ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পাশ নম্বর হবে শতকরা ৪০। যেহেতু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৩০ নম্বরের থাকছে তাই পাশের সর্বনিম্ন মাত্রা ৪০ নির্ধারণ করা হল।

৫. শিক্ষক মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ফলাফল লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতিটি সাময়িক মূল্যায়নের পর রিপোর্ট কার্ড অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কি কি?

২. ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

৩. ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভিত্তি ব্যাখ্যা করুন।

৪. ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশল ও ফলাফল সংরক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

৫. তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়?